দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 24 SEP 2016
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৬

সহকর্মীদের অভিযোগ

আকতার জাহানকে বিভাগীয় সভায় গালিগালাজ করতেন সাবেক স্বামী তানভীর

রাবি সংবাদদাতা ॥ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক আকতার জাহানকে এ্যাকাডেমিক সভায় প্রায়ই গালিগালাজ ও হয়রানি করতেন একই বিভাগের শিক্ষক ও তার সাবেক স্বামী তানভীর আহমদ। বিভাগের অন্যান্য নারী সহকর্মীকেও অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতেন তিনি।

(২ পৃষ্ঠা ৫ কঃ দেখুন)

আকতার জাহানকে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

লিখিতভাবে বিভাগের সভাপতির কাছে এমন অভিযোগ করেছেন সহকর্মীরা। গত ১৯ সেপ্টেম্বর বিভাগের এক অনানুষ্ঠানিক বৈঠকে লিখিতভাবে এই অভিযোগ দেন বিভাগের ১৬ শিক্ষক।

১৯ সেপ্টেম্বর বিভাগের দুই শিক্ষক সেলিম রেজা নিউটন ও তানভীর আহমদের বর্তমান স্ত্রী সোমা দেব ছাড়া বাকি ১৬ শিক্ষক স্বাক্ষরিত একটি অভিযোগপত্র বিভাগের সভাপতি প্রদীপ পান্ডের কাছে জমা দেয়া হয়। এ সময় বিভাগের সভাপতিও তাদের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। লিখিত অভিযোগে শিক্ষকরা বলেন, আমাদের সহকর্মী আকতারের সম্প্রতি অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই নিয়ে আলোচনায় প্রয়াত শিক্ষক আকতার জাহানকে নানাভাবে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ ওঠে তার সাবেক স্বামী অধ্যাপক তানভীর আহমদের বিরুদ্ধে। তিনি বিভাগের এ্যাকাডেমিক কমিটিতেও আকতার জাহানকে নানা সময় অশালীন ভাষায় গালিগালাজ ও হয়রানির চেষ্টা করেছেন। ঘটনাগুলোর আমরা প্রত্যক্ষ সাক্ষী। এসব ক্ষেত্রে আমরা বাধা দিয়েছি এবং নিবৃত্ত করার চেষ্টাও করেছি। এক নারী সহকর্মী বলেন, তানভীর আহমদ তার সভাপতিত্বের সময়ে ওই নারী সহকর্মীসহ বিভাগের আরেক নারী সহকর্মীকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি দেন। বিষয়টি সে সময় ওই সহকর্মী কয়েক জ্যেষ্ঠ শিক্ষককেও জানিয়েছিলেন। কিন্তু সে সময় তানভীর আহমদ বিভাগের সভাপতি থাকায় পেশাগত নানা হয়রানির ভয়ে বিষয়টি তিনি লিখিত আকারে অভিযোগ করেননি।

বিভাগের কয়েক শিক্ষক বলেন, আকতার জাহানের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তানভীর আহমদের বিরুদ্ধে ওঠা নানা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার বিভাগের এ্যাকাডেমিক কমিটির সভায় আমরা তার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করি। এ ধরনের নৈতিকতাহীন একজন সহকর্মীর সঙ্গে বিভাগে আমাদের পক্ষে পেশাগত কার্যক্রম চালানো অসম্ভব বলে মনে করি। এ সময় অধ্যাপক তানভীর আহমদ বিভাগীয় ও এ্যাকাডেমিক কার্যক্রম থেকে নিজেকে প্রত্যাহারের প্রস্তাব দেন। এ্যাকাডেমিক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।